গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বেসরকারি মাধ্যমিক-১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

পরিপত্র

স্মারক নং: ৩৭.০০.০০০০.০৭২.৪৪.০১০.১৩.২০

তারিখ: ১৪ মাঘ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ২৭ জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

Sustainable Development Goal-4 (SDG-4) অর্জনের জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিবেশবান্ধব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিবেশবান্ধব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো:

২.০ শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতা:

২.১ শিক্ষার্থীদেরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাকে স্কুলে আসতে উৎসাহ প্রদান করতে হবে;
২.২ শিক্ষার্থীদেরকে পরিচ্ছন্ন স্কুল ব্যাগ এবং টিফিন বক্স ও পানির পাত্র ব্যবহারের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে;
২.৩ শ্রেণিকক্ষের প্রবেশ পথে পাপোষ ব্যবহার করতে হবে;
২.৪ শ্রেণিকক্ষের সামনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ঢাকনাযুক্ত পাত্র (বিন) রাখতে হবে এবং ঐ সকল নির্ধারিত পাত্রে ময়লা আবর্জনা ফেলতে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করতে হবে;
২.৫ প্রতিষ্ঠান ছুটির পর আবশ্যিকভাবে ময়লা ফেলার পাত্রগুলো পরিষ্কার করে পরবর্তী দিনের জন্য ব্যবহার উপযোগী করে রাখতে হবে;
২.৬ শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের পূর্বেই শ্রেণিকক্ষের চেয়ার-টেবিল-বেঞ্চ-ব্ল্যাকবোর্ড-হোয়াইটবোর্ড ইত্যাদি পরিষ্কার রাখতে হবে;
২.৭ এ সব বিষয়গুলো নিয়মিত পর্যবেক্ষণের জন্য প্রতি শ্রেণিকক্ষে এক বা একাধিক Class Monitor মনোনয়ন দিতে হবে।

৩.০ সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন :

৩.১ আবশ্যিকভাবে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুপেয় পানির ব্যবস্থা করতে হবে;
৩.২ সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক পৃথক ওয়াশ ব্লকের ব্যবস্থা করতে হবে এবং পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা রাখতে হবে;
৩.৩ মেয়েদের ওয়াশ ব্লকে স্যানিটারি ন্যাপকিন ডিসপোজালের (অপসারণ) ব্যবস্থা করতে হবে;
৩.৪ প্রতিদিন ওয়াশ ব্লকের পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে হবে;

৩.৫ উপরি-উক্ত বিষয়গুলো মনিটর করার জন্য শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণের সমন্বয়ে এক বা একাধিক মনিটরিং টিম গঠন করতে হবে।

৪.০ প্রতিষ্ঠানের বহিরাঙ্গনের পরিচ্ছন্নতা:

৪.১ খেলার মাঠ যথাসম্ভব পরিচ্ছন্ন ও খেলাধুলার উপযোগী রাখতে হবে;

৪.২ ময়লা-আবর্জনা ফেলার উপযুক্ত বৃহদাকার পাত্র (বিন) রাখতে হবে এবং তা নিয়মিত পরিষ্কার করার ব্যবস্থা রাখতে হবে;

৪.৩ প্রতিষ্ঠানের দেয়ালে নীতিবাক্য ছাড়া অন্য কোনো দেয়াল লিখন বন্ধ করতে হবে;

৪.৪ স্থান সংকুলান সাপেক্ষে বৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থাসহ মৌসুমী ফুলের বাগান করতে হবে;

৪.৫ প্রতিষ্ঠানের বহিরাঙ্গনের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ফুলের টব স্থাপন করা যেতে পারে।

৫.০ সাপ্তাহিক পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম:

৫.১ **আগামী ৩১ জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান সংশ্লিষ্ট সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এ কার্যক্রম উদ্বোধন করবেন;**

৫.২ শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত না করে প্রতি বৃহস্পতিবার প্রতিষ্ঠান প্রধান শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠানের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় প্রশাসন এবং সুধী/অভিভাবকগণকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ আমন্ত্রণ জানাতে পারে;

৫.৩ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি ক্লাস রুটিনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

৫.৪ এ কার্যক্রম সারা বছর অব্যাহত থাকবে।

৬.০ পুরস্কার প্রদান:

৬.১ শ্রেণিকক্ষ পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে যে শিক্ষার্থীদের অবদান বেশি তাদের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য পুরস্কৃত করতে হবে;

৬.২ উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় প্রশাসন তাদের স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে অবস্থিত শ্রেষ্ঠ পরিচ্ছন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাছাই করে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারে।

৭.০ স্কাউট, গার্লস গাইড, বি.এন.সি.সি. ও স্টুডেন্টস কেবিনেট এর সহযোগিতা গ্রহণ:

স্বাস্থ্যসম্মত, পরিবেশবান্ধব এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার বিষয়ে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের গার্লস গাইড, স্কাউট, বি.এন.সি.সি. এবং স্টুডেন্টস কেবিনেট এর সদস্যবৃন্দকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে।

৮.০ অভিভাবকগণের সহযোগিতা গ্রহণ:

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মা/অভিভাবক সমাবেশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য সচেতনতার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ নিয়মিত আলোচনা করবে এবং এ বিষয়ে অভিভাবকদের সহযোগিতা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৯.০ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা:

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-কর্মচারীদের সমন্বিত উদ্যোগে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করবে যা পরিবেশ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

১০.০ ব্যয় নির্বাহ:

স্বাস্থ্যসম্মত, পরিবেশবান্ধব এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব তহবিল হতে নির্বাহ করবে।

১১.০ মনিটরিং ব্যবস্থা:

১১.১ এ কার্যক্রমকে টেকসই করার জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা বোর্ডসমূহ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি উপযুক্ত শিক্ষক-কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে মনিটরিং টিম গঠন করবে এবং নিয়মিত অগ্রগতির প্রতিবেদন সংগ্রহ করবে;

১১.২ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকালে পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত পরিপত্রের নির্দেশনা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনে তা লিপিবদ্ধ করবেন।

১২.০ প্রযোজ্যতা:

এ পরিপত্র দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য হবে।

১৩.০ পরিপত্র পালনে বাধ্যবাধকতা:

পরিপত্রে বর্ণিত বিষয়গুলো প্রতিপালনে ব্যর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৪.০ কার্যকারিতা:

যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ পরিপত্র জারি করা হলো, যা ৩১ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ২৭.০১.২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
(মো. সোহরাব হোসাইন)
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

স্মারক নং: ৩৭.০০.০০০০.০৭২.৪৪.০১০.১৩.২০

তারিখ: ১৪ মাঘ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ২৭ জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।
২. উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।
৩. অতিরিক্ত সচিব (সকল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৪. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), পলাশী, নীলক্ষেত, ঢাকা।
৬. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সকল।
৭. মহাপরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৮. যুগ্মসচিব (সকল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৯. মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি, ঢাকা।
১০. পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
১১. পরিচালক, এইচএসটিটিআই (সকল), শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
১২. আঞ্চলিক পরিচালক/আঞ্চলিক উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল অঞ্চল), জেলা শিক্ষা অফিসার/উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (সকল)।
১৩. প্রকল্প পরিচালক (সকল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, (সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করার জন্য অনুরোধসহ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব/সচিব..মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)।
৪. বিভাগীয় কমিশনার.. (সকল)।
৫. জেলা প্রশাসক..(সকল)।
৬. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৭. মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৮. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৯. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা...(সকল)।
১০. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

২৭/০১/২০১৯
(আনোয়ারুল হক)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪৫৭২০
ই-মেইল: ds_sec2@moedu.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা
বরিশাল অঞ্চল, বরিশাল

স্মারক নং- ৩৭.০২.১০০০.০০০.২৬.১২.১৯ তারিখ- ২৮/০১/২০১৯ খ্রি.

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে):

১। জেলা শিক্ষা অফিসার(সকল)----------------------, বরিশাল অঞ্চল, বরিশাল। (সংযুক্ত পরিপত্রের মর্মানুযায়ী আগামী ৩১ জানুয়ারি, ০১৯ খ্রিস্টাব্দ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান সংশ্লিষ্ট আমান্ত্রণ জানিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এ কার্যক্রম উদ্বোধন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিদের্শক্রমে অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ পরিপত্রের কার্যক্রম পালনের প্রতিবেদন সংগ্রহ করে নিম্ন স্বাক্ষরকারী ই-মেইলে সফট কপি (ddsecbarisal@yahoo.com) প্রেরনের অনুরোধসহ)
২। প্রতিষ্ঠান প্রধান (সকল)----------- বরিশাল অঞ্চল, বরিশাল। (সংযুক্ত পত্রের মর্মানুয়ায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।)
৩। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (সকল উপজেলা),--------------- বরিশাল অঞ্চল, বরিশাল। (সংযুক্ত পত্রের মর্মানুয়ায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।)
৪। সংরক্ষণ নথি।

(মোঃ মোকছেদুল ইসলাম)
উপপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা
বরিশাল অঞ্চল, বরিশাল